গাংনীতে দর্জি প্রশিক্ষণার্থীদের ভাতা আত্মসাতের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনীতে অসচ্ছল নারীদের স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত সরকারি দর্জি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে চরম অনিয়ম ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে।

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুনের বিরুদ্ধে ৩০ জন দুস্থ প্রশিক্ষণার্থীর মাসিক ভাতা ও প্রশিক্ষণের মালামাল ক্রয়ের বরাদ্দকৃত টাকা আত্মসাতের অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা।

উপজেলা মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৩১ আগস্ট বিকেলে সরেজমিনে গিয়ে জানা যায়, এপ্রিল থেকে জুন ২০২৬ মেয়াদে তিন মাসব্যাপী এই দর্জি প্রশিক্ষণে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ৩০ জন অসচ্ছল নারী অংশ নেন। নিয়ম অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতি মাসে ২ হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়ার কথা।

কিন্তু ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, এপ্রিল মাসে পূর্ণ ভাতা পেলেও মে মাসে দেওয়া হয় মাত্র ১ হাজার ৭০০ টাকা। পরবর্তীতে জুন মাসের ভাতার টাকা উত্তোলন করা হলেও রেভিনিউ স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের কোনো টাকাই দেওয়া হয়নি।

ভোমরদহ গ্রামের প্রশিক্ষণার্থী ইতি খাতুন জানান, “জুন মাসের ভাতা দেওয়ার কথা বলে আমাদের দিয়ে স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু সরকারি তহবিল থেকে টাকা উঠিয়েও আমাদের এক টাকাও দেওয়া হয়নি।”

একই অভিযোগ করেছেন শিশিরপাড়া গ্রামের চামেলী ও জেসমিন খাতুন এবং গাড়াডোব গ্রামের ছকিনা ও জেসমিন খাতুন।

ভুক্তভোগীদের আশঙ্কা, ভাতার টাকা কম দেওয়ার পাশাপাশি জাল স্বাক্ষর তৈরি করে অতিরিক্ত টাকাও আত্মসাৎ করা হয়ে থাকতে পারে। শুধু ভাতা আত্মসাতের অভিযোগই নয়, প্রশিক্ষণের জন্য বরাদ্দকৃত সরকারি মালামাল নিয়েও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। নীতিমালার তোয়াক্কা না করে প্রশিক্ষণার্থীদের সিট কাপড়, কাঁচি, সুতা,

মেজারমেন্ট টেপ ও স্কেলসহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিজ খরচে বাড়ি থেকে কিনে আনতে বাধ্য করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তারা।

এ ছাড়া অভিযুক্ত কর্মকর্তা মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ে অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকায় সেখানেও একই ধরনের অনিয়ম হয়ে থাকতে পারে বলে স্থানীয়দের সন্দেহ।

এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে অভিযুক্ত গাংনী উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুন সাংবাদিকদের ওপর ক্ষিপ্ত হন। জুন মাসের সরকারি টাকা উত্তোলনের বিষয়টি স্বীকার করে তিনি দাবি করেন, “২ আগস্ট নির্দেশনা এসেছে টাকাগুলো না দেওয়ার জন্য।”

তবে সরকারি অর্থ উত্তোলন করে এক মাসেরও বেশি সময় নিজের কাছে রাখার কারণ ও বাজেটের বিস্তারিত তথ্য দিতে তিনি অস্বীকৃতি জানান এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন।

অভিযোগের বিষয়ে গাংনী উপজেলার ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাবিদ হোসেন বলেন, বিষয়টি সম্পর্কে তিনি সদ্য অবগত হয়েছেন এবং ঘটনাটি দ্রুত খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় এ বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, সরকারি প্রকল্পে কোনো ধরনের দুর্নীতি বা অনিয়ম সহ্য করা হবে না। প্রাথমিক তদন্তে দোষ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি বিধি অনুযায়ী কঠোর বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দুস্থ নারীদের সহায়তায় বাস্তবায়িত এই প্রকল্পে অনিয়মের সুষ্ঠু তদন্ত এবং আত্মসাৎকৃত ভাতা অবিলম্বে ফেরতের জোর দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী নারীরা।

সাইবার প্রতারণা রোধে

প্রয়োজন সম্মিলিত প্রতিরোধ

প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে মানুষের জীবন যেমন সহজ হয়েছে, তেমনি বেড়েছে অপরাধের নতুন নতুন কৌশল। মোবাইল ফোন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং বিভিন্ন অনলাইন অ্যাপ ব্যবহার করে প্রতারণা এখন দেশের জন্য একটি বড় উদ্বেগের বিষয়।

গতকাল মেহেরপুর প্রতিদিনের সংবাদে প্রকাশ মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা শাখা ও সাইবার ক্রাইম টিমের অভিযানে বিভিন্ন প্রতারণার অভিযোগে সাতজনকে গ্রেপ্তার হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে এ ঘটনা সেই উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছে।

ভুয়া ক্যাপ্টেন, ব্রিগেডিয়ার ও কর্নেল পরিচয়ে গ্রান্টের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ অত্যন্ত উদ্বেগজনক। একইভাবে ব্যাংকের কর্মকর্তা পরিচয় দিয়ে কিংবা টেলিগ্রাম অ্যাপ ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে। প্রতারকরা মানুষের বিশ্বাস, অজ্ঞতা ও অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে তাদের আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। বিশেষ করে সরকারি কর্মকর্তা, সেনা কর্মকর্তা বা ব্যাংক কর্মকর্তার পরিচয় ব্যবহার করলে সাধারণ মানুষ সহজেই বিভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

এ ক্ষেত্রে মেহেরপুর ডিবি ও সাইবার ক্রাইম টিমের অভিযান প্রশংসার দাবি রাখে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা প্রমাণ করে যে, প্রযুক্তিনির্ভর অপরাধ মোকাবিলায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকেও সমানভাবে প্রযুক্তিগত সক্ষমতা অর্জন করতে হচ্ছে। তবে শুধু গ্রেপ্তার করলেই এই অপরাধ বন্ধ হবে না। প্রতারণার নেটওয়ার্ক, তাদের অর্থ লেনদেনের মাধ্যম এবং সহযোগীদেরও আইনের আওতায় আনতে হবে।

একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের সচেতনতা বাড়ানো জরুরি। অপরিচিত কারও ফোনকল, অনলাইন বার্তা বা পরিচয়ের ভিত্তিতে অর্থ লেনদেনের আগে তথ্য যাচাই করতে হবে। ব্যাংক বা সরকারি প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মকর্তা পরিচয় দিলেই ব্যক্তিগত তথ্য, ওটিপি বা টাকা দেওয়া যাবে না।

সাইবার প্রতারণা এখন বিচ্ছিন্ন কোনো অপরাধ নয়; এটি সংগঠিত ও প্রযুক্তিনির্ভর অপরাধে রূপ নিচ্ছে। তাই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতার পাশাপাশি জনসচেতনতা, দ্রুত তদন্ত এবং

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মাধ্যমে এই অপরাধ দমনে কার্যকর ও সম্মিলিত উদ্যোগ নেওয়ার বিকল্প নেই।

মেহেরপুরে মহিলা দলের ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী মেহেরপুরে পালিত হয়েছে। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪টায় মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়।

র্যালিটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কমিউনিটি সেন্টারে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক লায়লা আঞ্জুমান বানুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও জেলা মহিলা দলের উপদেষ্টা রোমানা আহমেদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আনছারুল হক, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, সাবেক জেলা বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হক মিন্টু, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক ফিরোজুর রহমান ফিরোজ, জেলা মহিলা দলের সহ-সভাপতি সাবিহা সুলতানা, জেলা মহিলা দলের সহ-সভাপতি নাজমা খন্দকার, গাংনী মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক খালেদা ইয়াসমিন এবং জেলা মহিলা দলের সাবেক মহিলা বিষয়ক সম্পাদক নাজমুন নাহার রিনা।

আলোচনা সভাটি সঞ্চালনা করেন গাংনী উপজেলা মহিলা দলের সভাপতি ফরিদা পারভীন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দিল ছাত্রশিবির

মেহেরপুরে এসএসসি, দাখিল ও সমমান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দিয়েছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের মেহেরপুর জেলা শাখা। শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের স্বীকৃতি ও তাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষাজীবনে উৎসাহ জোগাতে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বুধবার সকালে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তনে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে জেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে এসএসসি, দাখিল ও সমমান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকেরা অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক রেজাউল করিম শাকিল। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জবি জিএস ও জকসু সভাপতি আবদুল আলীম আরিফ, জেলা ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি ও জেলা জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন, জকসুর কার্যনির্বাহী সদস্য মো. আকিব হাসান এবং জেলা ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি ও পৌর জামায়াতে ইসলামীর আমির মো. সোহেল রানা ডলার।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি আব্দুস সালাম।

বক্তারা জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ভালো ফলাফল শুধু শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত অর্জন নয়, এটি পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সমাজের জন্যও গর্বের বিষয়। শিক্ষাজীবনে অর্জিত মেধা ও জ্ঞানকে দেশ ও মানুষের কল্যাণে কাজে লাগানোর জন্য তারা শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। একই সঙ্গে ভবিষ্যৎ শিক্ষাজীবনে আরও মনোযোগী হয়ে নিজেদের দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দিতে ইসলামী সংগীত ও নাটিকা পরিবেশন করা হয়। পরে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের হাতে

পুরস্কার ও সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়।

এ সময় সংবর্ধিত শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি তাদের অভিভাবক, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর ডিবি ও সাইবার ক্রাইমের অভিযানে প্রতারণার চার মামলায় গ্রেপ্তার ৭

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) ও সাইবার ক্রাইমের অভিযানে বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার অভিযোগে চারটি মামলায় সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তাদের বিরুদ্ধে মোবাইলে ভুয়া ক্যাপ্টেন, ব্রিগেডিয়ার ও কর্নেল পরিচয়ে গ্রান্টের টাকা আত্মসাৎ, টেলিগ্রাম অ্যাপের মাধ্যমে প্রতারণা এবং শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের কর্মকর্তা পরিচয়ে প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে।

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কার্যালয় থেকে প্রকাশিত এক প্রেস রিলিজে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

গ্রেপ্তাররা হলেন কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার পশ্চিম চরদরবীশ লমাঝাড়া পাড়ার মো. কালুর ছেলে মো. তালিপ (২০), কক্সবাজারের পেকুয়া উপজেলার মিয়ারপাড়া এলাকার শাহাব উদ্দিনের ছেলে জয়ানল (৩৪), নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী উপজেলার পশ্চিম দৌলতপুর এলাকার মৃত ফজলুল হকের ছেলে আবুল কালাম (৬৭), কক্সবাজারের রামু উপজেলার পানিরছড়া এলাকার মোহাম্মদ কাউছার (২৪), কক্সবাজার সদর উপজেলার খরুলিয়া এলাকার মকবুল আহমেদের ছেলে মো. মিরাজ (২৫), টেকনাফ উপজেলার সেন্টমার্টিন দক্ষিণপাড়া এলাকার আব্দুস সালামের ছেলে নুরুল আবছার (৩৩) এবং কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার নুরপুর গ্রামের মৃত আলমগীরের ছেলে মো. ইসমাইল মীর (২৪)।

পুলিশ জানায়, মোবাইলে ভুয়া ক্যাপ্টেন, ব্রিগেডিয়ার ও কর্নেল পরিচয়ে গ্রান্টের টাকা উত্তোলন করে আত্মসাতের মামলায় দুজনকে, টেলিগ্রাম অ্যাপের মাধ্যমে প্রতারণার মামলায় একজনকে, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের কর্মকর্তা পরিচয়ে প্রতারণার মামলায় একজনকে এবং অপর একটি টেলিগ্রাম প্রতারণার মামলায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

প্রেস রিলিজে বলা হয়, ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও কুমিল্লার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালায় মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা শাখা ও সাইবার ক্রাইমের একটি টিম। টিমের ইনচার্জ প্রদীপ কুমার সানার নেতৃত্বে এসব অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানে গ্রেপ্তার সাতজনকে সংশ্লিষ্ট মামলায় আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মেহেরপুরে পাটখড়িতেও মিলছে বাড়তি আয়

মেহেরপুরে পাটের পাশাপাশি পাটখড়ি বিক্রি করেও বাড়তি আয় করছেন কৃষকরা। একসময় পাট কাটার পর ফেলে রাখা কিংবা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত পাটখড়ির এখন বাজারে চাহিদা তৈরি হয়েছে। ফলে পাট চাষে কৃষকদের জন্য এটি বাড়তি আয়ের একটি সুযোগ হয়ে উঠেছে।

কৃষকরা জানান, পাট চাষে জমি প্রস্তুত, বীজ, সার, শ্রমিক ও অন্যান্য খরচ মিলিয়ে এক বিঘা জমিতে বেশ ভালো পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়। পাট বিক্রি করে সেই খরচের পর যে লাভ থাকে, তার সঙ্গে পাটখড়ি বিক্রির টাকা যোগ হওয়ায় কৃষকের আয় কিছুটা বাড়ছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার কয়েকজন কৃষকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, পাট কাটার পর খড়গুলো জমি থেকে সংগ্রহ করে রোদে শুকিয়ে আঁটি করে রাখা হয়। পরে প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেদের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের পাশাপাশি স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করছেন তারা।

স্থানীয় বাজারে পাটখড়ির বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার রয়েছে। গ্রামাঞ্চলে রান্নার জ্বালানি হিসেবে এর ব্যবহার বেশি। এছাড়া ঘরের বেড়া, গোয়ালঘরসহ বিভিন্ন কাজে পাটখড়ি ব্যবহার করা হয়।

কৃষক আব্দুল কাদের বলেন, আগে পাটখড়ি নিয়ে তেমন একটা চিন্তা করতে হতো না। জমি থেকে পাট তুলে নেওয়ার পর খড় পড়ে থাকত। এখন ব্যবসায়ীরা বাড়ি বা মাঠ থেকে পাটখড়ি কিনে নেওয়ায় সেটিও কৃষকের কাছে বাড়তি আয়ের উৎস হয়ে উঠেছে।

সদর উপজেলার এক পাটচাষি মোঃ রফিক বলেন, পাট চাষে খরচ অনেক। পাট বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া যায়, তার পাশাপাশি পাটখড়ি বিক্রি করে কিছু টাকা পাওয়া গেলে উৎপাদন খরচের চাপ কমে। তাই এখন পাটখড়িও যত্ন করে সংরক্ষণ করছেন তারা।

স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, পাটখড়ির চাহিদা আগের তুলনায় বেড়েছে। কৃষকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে তারা বিভিন্ন এলাকায় বিক্রি করছেন। বিশেষ করে জ্বালানি হিসেবে পাটখড়ির ব্যবহার থাকায় এর বাজার রয়েছে।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, চলতি মৌসুমে জেলায় প্রায় ১৬ হাজার ৬৩০ হেক্টর জমিতে পাটের আবাদ হয়েছে। পাটের সঙ্গে পাটখড়ি থেকেও কৃষকরা আর্থিক সুবিধা পাওয়ায় পাট চাষে তাদের আগ্রহ বাড়ছে।

পাটখড়িকে শুধু জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার না করে বাণিজ্যিকভাবে কাজে লাগানো গেলে এর অর্থনৈতিক সম্ভাবনা আরও বাড়তে পারে। বিভিন্ন পরিবেশবান্ধব পণ্য তৈরিতেও পাটখড়ি ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।

মেহেরপুরের কুতুবপুরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ডের শিশিরপাড়া

ট্যাংগার মাঠ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেলে যুব জাগরণ সংঘের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের মহাসচিব জাকির হোসেনের উদ্যোগে এ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

কর্মসূচিতে যুব জাগরণ সংঘের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার আলমগীর হোসেনের নেতৃত্বে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপণ করা হয়।
এ সময় কুতুবপুর ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নবীরুল ইসলাম, বিএনপি নেতা জাহাদুল ইসলাম, ইলিয়াস, রাজু, আয়ুব আলীসহ স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, সবুজায়ন বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য পরিবেশ গড়ে তুলতে বেশি বেশি গাছ লাগানোর আহ্বান জানান। পাশাপাশি বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি রোপণ করা গাছের নিয়মিত পরিচর্যা ও সংরক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে মুজিবনগরে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের মুজিবনগরে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (৮ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টায় উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, মুজিবনগরের আয়োজনে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

দিনটি উপলক্ষে প্রথমে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে বের হয়ে উপজেলার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার রুপায়ন দেব।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, মুজিবনগর থানার ওসি (তদন্ত) সেলিম রেজা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল মমিন, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স,, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হাফিজুর রহমান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মামুন উদ্দীন আল আজাদ, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) নিরঞ্জন চক্রবর্তী, উপজেলা এলজিইডি কর্মকর্তা খালিদ হাসান সহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষক ও সুধীজন।